কালের কন্ঠ ২৫.০৫.১৭

গাজীপুরে স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময়

নতুন ড্যাপে থাকছে মহাপরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

জনস্বার্থে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নতুন ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) নবায়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। নতুন এ প্ল্যান হবে আগামী ২০ বছরের মহাপরিকল্পনা মাথায় রেখে। ওই স্ট্রাকচার প্ল্যানে বিভিন্ন খাতভিত্তিক ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়নের নীতি ও কৌশল সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা, জনপ্রতিনিধি, সুধীসমাজের প্রতিনিধি ও বিষেশজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে নতুন ড্যাপ প্রণয়ন করা হবে। এ ছাড়া কাজের গতি বাড়াতে ঢাকার চারপাশে রাজউকের আটটি জোনাল অফিস স্থাপন করা হবে। গতকাল বুধবার গাজীপুরের পুবাইলে ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এলাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ ২০১৬-২০৩৫) প্রণয়ন প্রকল্প, পার্ট-বির মতবিনিময় সভায় রাজউকের কর্মকর্তারা এসব কথা বলেন। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পুবাইল সেন্ট্রাল কলেজে অনুষ্ঠিত মতবিনিময়সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজউকের পরিচালক মো. আনিসুর রহমান মিয়া।

মতবিনিময়সভায় রাজউকের আরেক পরিচালক শাহ আলম চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক মো. আশরাফুল ইসলাম, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের টিম লিডার কাজী গোলাম হাফিজ, স্থানীয় কাউন্সিলর মো. সুলতান উদ্দিন, কাউন্সিলর বজলুর রহমান বাছির, ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আজিজুর রহমান, পুবাইল এলাকার বাসিন্দা হারুন অর রশিদ ও জাহিদ আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

পুবাইল এলাকার বাসিন্দা হারুন অর রশিদ বলেন, 'গাজীপুর সিটি করপোরেশনের পুবাইল একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকা। আগের ড্যাপে পুবাইলের ৮০ ভাগ এলাকাকে জলাশয় ও ২০ ভাগ আবাসিক দেখানো আছে। বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টো। তা ছাড়া পর্যাপ্ত রাস্তা, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি নেই। আমরা বাসাবাড়ির প্ল্যান পাচ্ছি না। পুবাইলের বৃন্দান এলাকায় শত শত বছর ধরে বাড়িঘর তৈরি করে হাজার হাজার মানুষ বসবাস করছে। রয়েছে প্রাচীন মসজিদ-মন্দির। অথচ এলাকাটিকে জলাশয় দেখানো হয়েছে। এসব সমস্যার সমাধান চাই।'

কাউন্সিলর সুলতান উদ্দিন বলেন, পুবাইলে কয়েকটি ছোট নদী রয়েছে। এগুলো খনন করলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হবে। পাশাপাশি নদীর ওপর ব্রিজ ও পাশের রাস্তা পাকা করা হলে রাজধানীর সঙ্গে যাতায়াতব্যবস্থা সহজ ও সময় সাশ্রয়ী হবে। নতুন প্ল্যানে ড্রেন, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি থাকা দরকার।

স্কুল শিক্ষক আবদুর রউফ বলেন, বর্তমান ড্যাপে হাইওয়ের পাশে আবাসিক এলাকা রয়েছে। নতুন ড্যাপে হাইওয়ের পাশে শিল্প-কারখানা ও বেশির ভাগ এলাকাকে আবাসিক দেখানো হলে মানুষ উপকৃত হবে।

সভাপতির বক্তব্যে রাজউকের পরিচালক মো. আনিসুর রহমান মিয়া বলেন, বর্তমান রাজউকের আয়তন এক হাজার ৬২৪ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের তারাব ও সাভার পৌরসভা এবং নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ ও গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার আংশিক এলাকা রয়েছে। বর্তমান ড্যাপের বিষয়ে নাগরিকদের আপত্তির ভিত্তিতে নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এলাকার জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এ ড্যাপ প্রণয়ন করা হবে। আগের ড্যাপের ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হবে। পুরো এলাকাকে পূর্ব ও পশ্চিম—এ দুই ভাগে ভাগ করে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ডিজাইনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ডিজাইন কাজে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। সভায় যেসব মতামত এসেছে, তা গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হবে।